দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 18 JAN 1987
পৃষ্ঠা 6 5

005

শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার

খোন্দকার তানভীর জামিল

১০ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। দিনে দিনে জনসংখ্যা আরো বাড়ছে। প্রতি বছর ২৩ লাখ নতুন মুখ যোগ হচ্ছে বর্তমান জনসংখ্যার সাথে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে নানা সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যাগুলোর কোনস্থায়ী সমাধান হচ্ছে বলে মনে হয় না। কেননা এ সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধানের জন্য চাই পর্যাপ্ত টাকা। কিন্তু বাংলাদেশের মত একটি দেশের পক্ষে সে পরিমাণ টাকা জোগার করা খুবই কঠিন ব্যাপার। দেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ ব্যয় হচ্ছে খাদ্য খাতে। যার ফলে অন্যান্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পর্যাপ্ত টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। তবু বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য যে সচেষ্ট থাকতে হবে সে কথা নতুনভাবে বলার দরকার হয় না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধানের পরে আসে শিক্ষা সমস্যা। এই সমস্যা কি এবং কেন এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনার অবকাশ আছে।

বলা হয়, কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দাও। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিজের কারণেই আজ ধ্বংসের মুখে। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন হলেও আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির কোন উন্নতি হয়নি।শিক্ষার অভাবে মানুষ ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। দেশের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশর শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষকদের অবস্থা, বিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান অবস্থা— এসব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

প্রথমেই আমরা দেখবো বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার কত এবং তা কতটা সন্তোষজনক?

আমাদের দেশের বিপুল জনসংখ্যার ৪ ভাগের ১ ভাগেরও কম লোক শিক্ষিত। দেশের উন্নতির জন্য এটা মোটেই যথেষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে, এদের অধিকাংশই পর্যাপ্ত শিক্ষা পায়নি বা পেতে চেষ্টা করেনি। স্বাক্ষরদানে সক্ষম ব্যক্তিবর্গ নিয়ে সর্বমোট শিক্ষিত জনসংখ্যার হার ২২ শতাংশের মতো। জনসংখ্যার ৪ ভাগের ৩ ভাগ অশিক্ষিত থাকায় আমাদের যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সে সবের বিবরণ নীচে দেয়া হলো:

(১) জ্ঞানের আলো থেকে দূরে থাকার জন্য আমাদের বিরাট জনসংখ্যার বিরাট অংশ কুসংস্কারের মধ্যে লালিত হচ্ছে। ফলে উন্নতির পথে স্বাভাবিকভাবেই বাধা আসছে।

(২) একমাত্র শিক্ষার আলোই মানুষকে এমন উন্নত চিন্তাধারা উপহার দিতে পারে, যা দেশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে আজ এ চিন্তাধারার বড় প্রয়োজন। কিন্তু দেশের ৩ ভাগ মানুষ অশিক্ষিত থাকার ফলে তারা তা পারছে না। নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

> খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সমস্যা সমাধানের পরেই আসে শিক্ষা সমস্যা সমাধানের বিষয়টি কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব নয় বৃটিশ আমলের সেকেলে শিক্ষা পদ্ধতিকেই সামান্য পাল্টে এ দেশীয় করা হয়েছে প্রকৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য দরকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

(৩) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেয়েরা দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ পল্লীবধূ নিরক্ষর।

গ্রামের মেয়েরা নিরক্ষর থাকায় আজীবন লালিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারছে না। ঘরে বসেও যে তারা নানারকম কাজ করে সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আনতে পারে সে বিষয়ে তাদের সচেতন হওয়ার পথ থাকে রুদ্ধ। অন্যদিকে অশিক্ষা আগেকার কুসংস্কারকে আরো নিবিড় করে তাদের মনে আঁকড়ে রাখে।

যদি নারীরা শিক্ষিত হয় তাহলে সংসারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তারা সমাজ তথা দেশের উন্নতিতে অন্ততঃ কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমই বলতে হয়, বিগত কিছুকাল ধরে শিক্ষাঙ্গনে যে ধরনের পরিবেশ বিরাজ করছে তাকে আর যাই হোক শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বলা যায় না। দেশের শিক্ষাঙ্গন পরিণত হয়েছে রণাঙ্গনে, যা দেশের জন্য মোটাই গৌরবের নয়। তিক্ত হলেও এ সত্য কথাটি বলবো যে, এক শ্রেণীর রাজনীতিক ছাত্রদের দাবার গুটির মতো ব্যবহার করছেন। এতে ছাত্রদের পড়াশোনার যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমনি তারা নিন্দার পাত্রেও পরিণত হচ্ছে সম্পূর্ণ অনভিপ্রেতভাবে।

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাতেই বলতে হয়, আমাদের অত্যন্ত পুরনো। এ ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা খুবই প্রয়োজন। "বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারসাধন না করলে দুর্নীতি বাড়বে" বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব শামসুল হক। এ থেকে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সহজেই ধারনা করা যায়। এ ছাড়া বর্তমানে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা চালু আছে, তা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানঅর্জনে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত করে না। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ কোনমতে বইয়ে লেখা লাইনগুলো মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় তা লিখে দিয়ে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু শিক্ষার কার্য হচ্ছে: "জীবনের সর্বপ্রকার সামর্থের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া, মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশসাধন করা।" কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা উপরোক্ত কার্যসাধনে সর্বদাই ব্যর্থতার পরিচয়দান করে আসছে। তাই সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, "দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অবিলম্বে সাধন করুন।" আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে আজ দু'টি ভাষা দখল করে আছে। একটি মাতৃভাষা বাংলা, অপরটি আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী। এখন কথা হচ্ছে, এ দু'টোর কোনটিকে আমরা সবচাইতে আপনভাবে গ্রহণ করব। সবাই আমরা এক সাথে বলব মাতৃভাষা বাংলা। কেননা একমাত্র আমরাই সম্ভবত ভাষার জন্য রক্ত ঝরিয়েছি রাজপথে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এত কিছুর পরেও বাংলার চেয়ে ইংরেজীর প্রতি অত্যধিক জোর দেয়া হচ্ছে। 'মা হচ্ছেন শিশুর সর্বোত্তম শিক্ষক'। মায়ের পরেই একটা শিশুর অন্তরের আকুতি মাতৃভাষার প্রতি। শিশুর দৈহিক পরিবৃদ্ধিতে মাতৃস্নেহ যেমন সত্য, তেমনি তার শিক্ষার প্রসারে মাতৃভাষার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত, যে জাতি স্বীয় ভাষায় যত উন্নত, সে জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ততই প্রাণবন্ত ও উন্নত। মাতৃভাষা যে কোন দুর্বোধ্যতা উপড়ে ফেলে, যে কোন শিক্ষাকে সহজবোধ্য করে সার্থক করে তোলে।

তাই আমাদের উচিত শিক্ষার ব্যাপারে মাতৃভাষার উপরে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া।

সর্বশেষে মানুষগড়ার কারিগর অর্থাৎ শিক্ষক এবং বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা বর্ণনা করি। কেননা শিক্ষকরা দ্বিতীয় জনক। ছাত্রদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়েতোলেন তারই। কিন্তু কারিগর ভাল না হলে যেমন কারখানার কোন উন্নতিসাধন হয় না, তেমনি একজন শিক্ষক উপযুক্ত না হলে ছাত্রও যোগ্য নাগরিক হয় না। অন্যদিকে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর যে অবস্থা সে সম্পর্কে প্রায়ই আমরা খবর পাই। ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করছে, বিদ্যালয় যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে কিংবা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার জন্য লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে এসব খবর শোনা যায়।

উপসংহারে বলবো, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এর পরিবেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এখন চাই বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নতুবা আমাদের স্বনির্ভর হওয়ার পক্ষে বাধা আসবে। বাঁচবে না ৬৮,০০০ গ্রাম, বাঁচবে না বাংলাদেশ।

শিক্ষা ও বিজ্ঞান